সেবা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ (২০০৯-২০১২)

- স্বাস্থ্য রক্ষা জনগণের মৌলিক অধিকার। এ অধিকার পূরণে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সম্প্রসারিত।
- গতিশীল ও যুগোপযোগী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন।
- শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৩৬ জনে হ্রাস। ২০০৭ এ ছিল ৬৫ জন। এমডিজি-৪ অর্জন। জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার লাভ।
- সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচী, শিশুরোগ নিরাময় সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ডায়রিয়া ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণজনিত রোগের সঠিক চিকিৎসা, শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চয়তা বিধানসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলে শিশু মৃত্যু হার হ্রাস।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ জানুয়ারী ২০১২ গণভবনে জাতীয় টিকা দিবস-২০১২ এর উদ্বোধন করেন।

- মাতৃমৃত্যু প্রতি লক্ষ জীবিত জন্মে ১৯৪ জনে হ্রাস। ২০১৫ সালের মধ্যে মাতৃমৃত্যু হার ১৪৩ জনে পৌঁছানোর লক্ষ্যে বর্তমান কর্মসূচী আরও জোরদার।
- দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মী দিয়ে প্রসবের হার ১৮ শতাংশ থেকে ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ উন্নীত। জন্মহার হ্রাস, নারী শিক্ষা বিকাশ, বিবাহের বয়স বৃদ্ধি, জরুরী প্রসূতি সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ সামাজিক অগ্রগতির ফলে মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস। এমডিজি-৫ অর্জনে সাফল্য।

- যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, অ্যানথ্রাক্স, নিপাহ, সার্স, ডেঙ্গুসহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি অর্জন।
- কালাজ্বরে মৃত্যের সংখ্যা শূন্যে হ্রাস।
- ম্যালেরিয়ায় মৃত্যের সংখ্যা ১৫৪ থেকে ৩৭ এ হ্রাস।
- নারীর গড় সন্তান-গ্রহণ ২০০৭ সালের ২ দশমিক ৭ থেকে ২ দশমিক ৩ এ হ্রাস।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০০৮ সালের ১ দশমিক ৪১ শতাংশ থেকে ১ দশমিক ৩৭ এ হ্রাস।
- পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক শিক্ষামূলক কর্মসূচী ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্তকরণ।
- ক্যান্সার, হৃদরোগসহ অসংক্রামক রোগের উন্নত চিকিৎসা, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কারণে গড় আয়ু বৃদ্ধি।
- গড় আয়ু ৬৫ বছর থেকে ৬৮ বছরে উন্নীত।
- পরিবার কল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু-স্বাস্থ্য কর্মসূচীকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ৫৬ হাজার ৯৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ পপুলেশন এন্ড নিউট্রিশন সেক্টর ডিভালাপমেন্ট কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন। জনসংখ্যা বৃদ্ধিহার হ্রাস, রোগের প্রকোপ ও মৃত্যুহার হ্রাস এবং পুষ্টি উন্নয়ন।
- তিন স্তরবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স শক্তিশালীকরণ।
- প্রতি ৬ হাজার গ্রামীণ মানুষের জন্য ১টি করে কমিউনিটি ক্লিনিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের ১৯৯৬ সরকারের সময় ১০ হাজার ৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ।
- বিএনপি-জামাত জোট ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দিয়ে গ্রামের গরীব জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার মৌলিক অধিকার হরণ করে।
- বর্তমান সরকার পুরানো কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো মেরামত পূর্বক চালু করে। ২ হাজার ৮৭৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণ। সারা দেশে প্রায় ১৩ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান। আরও ১ হাজার ৯০৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মাণাধীন।
- এসব ক্লিনিক থেকে ১১ কোটি ৬০ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সেবা গ্রহণ। ৪০৮ কোটি টাকার ঔষধ বিতরণ।
- ২ কোটি ১১ লক্ষ রোগীকে উচ্চতর পর্যায়ে রেফারকরণ।
- প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ। ২০০টি নতুন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ।

- ১৩ হাজার ৫০০ জন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ। তাদেরকে ১২ সপ্তাহের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৪২১টি উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ। ৩০১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত। ৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত।
- নবসৃষ্ট ১২টি উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ। কুয়াকাটায় ২০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ। দহগ্রাম আঙ্গরপোতা সিট মহলে ১০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ। জেলা পর্যায়ে রাজবাড়ী, নড়াইল ও গাজীপুর জেলা হাসপাতালকে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত।
- মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজার, কিশোরগঞ্জ ও ফেনী জেলা হাসপাতাল ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত।
- কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে সিসিইউ নির্মাণ।
- ৬২টি মেটারনিটি ক্লিনিককে ১০ শয্যা থেকে ২০ শয্যায় উন্নীত।
- সরকারী হাসপাতালের সংখ্যা ৫৬৮টি থেকে ৫৯২টিতে উন্নীত।
- বেসরকারী হাসপাতালের সংখ্যা ২ হাজার ১৫৫টি থেকে ৩ হাজার ১৯০টিতে উন্নীত।
- ঢাকার কুর্মিটোলায় ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট ১টি জেনারেল হাসপাতাল, খিলগাঁও এ ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট ১টি জেনারেল হাসপাতাল, শ্যামলীতে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট ১টি টিবি হাসপাতাল, ফুলবাড়িয়ায় ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট ১টি সরকারী কর্মচারী হাসপাতাল এবং আগারগাঁও এ ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স নির্মাণ।
- ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইএনটি স্থাপন।
- জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৫০ শয্যা থেকে ৩০০ শয্যায় উন্নীত।
- মহাখালীতে বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ সম্প্রসারণ।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স এ রূপান্তর।
- গোপালগঞ্জ জেলায় ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ।
- ফৌজদারহাটে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ট্রপিক্যাল এন্ড ইনফেকশাস ডিজিস হাসপাতাল নির্মাণ।
- খুলনায় শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল চালু।
- খুলনা ও পঞ্চগড়ে ২টি ডায়বেটিক হাসপাতাল নির্মাণ।
- খুলনা, সিলেট, রাজশাহী, ফরিদপুর ও রংপুর মেডিকেল কলেজে আইসিইউ ও ক্যাজুয়ালটি ইউনিট নির্মাণ।

- ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রংপুর, সিলেট, রাজশাহী ও বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ সেপ্টেম্বর ২০১২ ঢাকার শেরেবাংলানগরস্থ নবনির্মিত ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স ও হাসপাতাল উদ্বোধন করেন।

- ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ২৫০ শয্যা থেকে ৫০০ শয্যায় উন্নীত।
- কিশোরগঞ্জ, কুষ্টিয়া, গোপালগঞ্জ ও সাতক্ষীরায় ৪টি নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন। শিক্ষা কার্যক্রম শুরু।
- নোয়াখালী, পাবনা, যশোর ও কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের একাডেমিক ভবন নির্মাণ। পুরাতন মেডিকেল কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি।
- ১০টি বেসরকারী মেডিকেল কলেজ ও ৩টি ডেন্টাল ইউনিট প্রতিষ্ঠার অনুমোদন।
- মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে ৬২৯টি আসন বৃদ্ধি।
- ৭টি পুরাতন মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে ৫০ আসন বিশিষ্ট ডেন্টাল ইউনিট চালু।
- ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, ভালুকা, দাউদকান্দি ও ফেনীতে ৫টি ট্রমা সেন্টার চালু।
- ৪ হাজার ৯২৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফার্স্ট এইড বক্স বিতরণ।
- ৪৪টি জেলা হাসপাতাল, ১৯৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ৩০টি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ১০টি নৌ এ্যাম্বুলেন্সসহ ২৬৭টি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ব্লাড ক্যান্সার, থেলাসেমিয়া, লিউকেমিয়া, লিম্ফুমা রোগীদের জন্য আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু।
- ঢাকা মেডিকেল কলেজ বার্ন ইউনিট ১৮০ শয্যায় সম্প্রসারণ। দেশের সকল মেডিকেল কলেজে বার্ন ইউনিট স্থাপন বাস্তবায়নাধীন।
- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে ১০টি এক্সরে মেশিন, ৮১টি রেফ্রিজারেটর, ৩১টি জেনারেটর, ৫১টি ইসিজি মেশিন, ৭৩টি ডেন্টাল চেয়ার, ৭৩টি ব্লাড ব্যাংক যন্ত্রপাতি, ৮২টি এনেসথেসিয়া মেশিন ও ২৭টি এয়ারকুলার প্রদান।

- ৩৮৮টি উপজেলা মেডিক্যাল স্টোর নির্মিত। ১৪টি জেলা হাসপাতাল ও ৪টি উপজেলা হাসপাতালে নারীবান্ধব সেবা চালু। ১০টি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন। ৪৫টি জেলা হাসপাতালে অল্টারনেটিভ মেডিক্যাল কেয়ার চিকিৎসক নিয়োগ। ৪৬৭টি জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে ভেষজ বাগান সৃজন।
- কুষ্ঠ আইন ১৮৯৮ বাতিল।
- দরিদ্র নারীর নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫৩টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিম চালু। ১৫২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরী প্রসূতি সেবা চালু।
- ৫৯টি জেলা হাসপাতাল, ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র এবং সকল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরী প্রসূতি সেবা প্রদান।
- ৫ হাজার ৭২৮ জন চিকিৎসক ও ১ হাজার ৭৪৭ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ।
- সিনিয়র স্টাফ নার্সদের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণীতে উন্নীত।
- স্বাস্থ্য সহকারীসহ বিভিন্ন পদে ১৭ হাজার কর্মচারী নিয়োগ।
- আরও ৭ হাজার চিকিৎসক, ৫ হাজার নার্স ও ৩ হাজার মিডওয়াইফ নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।
- স্বাস্থ্য ক্যাডারে ২ হাজার ১৬৯টি চিকিৎসকের পদ সৃজন। অন্যান্য ক্যাটাগরিতে ১ হাজার ৭৬৩টি পদ সৃজন।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য টেকনোলজিস্ট ও এসিসটেন্ট তৈরীর লক্ষ্যে নতুন শিক্ষাঙ্গন ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।
- সরকারী ৫টি সহ ২০টি মেডিক্যাল কলেজ, ১১টি ডেন্টাল কলেজ, ৪৭টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী, ৭২টি মেডিক্যাল এসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, ১০টি নার্সিং কলেজ ও ৩১টি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।

সারণী : মেডিক্যাল ও চিকিৎসা সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠান (সংখ্যা)	সরকারী			বেসরকারী			সর্বমোট
	২০০৮ পর্যন্ত	২০০৯-২০১২	মোট	২০০৮ পর্যন্ত	২০০৯-২০১২	মোট	
মেডিক্যাল কলেজ	১৭	৫	২২	৩৯	১৫	৫৪	৭৬
ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট	৩	৬	৯	১৩	৫	১৮	২৭
ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী	৩	৫	৮	৪৭	৪২	৮৯	৯৭
মেডিকেল এসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল	৭	১	৮	৩২	৭১	১০৩	১১১
নার্সিং কলেজ	৩	৭	১০	৭	৩	১০	২০
নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	৩১	১২	৪৩	২৭	১৯	৪৬	৮৭

- মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কলেজে অনলাইনে ভর্তি।
- ৭টি নার্সিং ইনস্টিটিউটকে কলেজে উন্নীতকরণ।
- নার্সিং ইনস্টিটিউটে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি।
- নার্সিং সেবার মান উন্নয়নে ৩ বছর মেয়াদী নার্সিং কোর্সকে ৪ বছরের কোর্সে উন্নীত।
- নার্সিং ইনস্টিটিউটে ডিপ্লোমা ইন নার্সিং কোর্সে আসন সংখ্যা ১ হাজার ১৫০ জন থেকে ১ হাজার ৬২০ জনে উন্নীত।
- নার্সিং কলেজে বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে আসন সংখ্যা ৫২৫ জন থেকে ১ হাজার ২৭৫ জনে উন্নীত।
- ৩ বছর মেয়াদী মিডওয়াইফারি কোর্স চালু।
- চিকিৎসা সহায়ক স্বাস্থ্য জনবল তৈরীর জন্য সিলেট, রংপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৫টি ইনস্টিটিউট অফ হেলথ্ টেকনোলজী নির্মাণ।

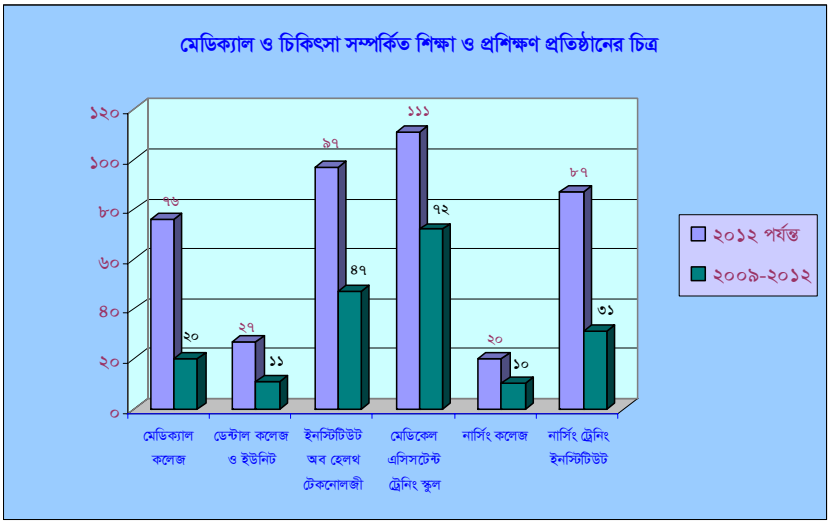

- সরকারী খাতে ৫টি মেডিক্যাল কলেজ, ৬টি ডেন্টাল কলেজ ও ইউনিট, ৫টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী, ১টি মেডিক্যাল এসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, ৭টি নার্সিং কলেজ ও ১২টি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা।
- পরিকল্পিত পরিবার বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা বৃদ্ধি। ৩৭৪ কোটি টাকার জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, ঔষধ ও এমএসআর ক্রয়। ৮৪ হাজার নারী-পুরুষ পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি গ্রহণ।
- ৭০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ও মাদার কেয়ারের মাধ্যমে ৩ লক্ষ মাকে প্রসবপূর্ব সেবা, ৭১ হাজার মাকে প্রসবোত্তর সেবা ও ৪০ হাজার মাকে প্রসব সেবা প্রদান। ১১ হাজার মাকে সিজারিয়ান সেকশন অপারেশন।

- কমিউনিটি ক্লিনিকসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে পুষ্টি সেবা প্রদান। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে পুষ্টি ইউনিট স্থাপন।
- জাতীয় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে ক্যাপসুল খাওয়ানো।
- দেশীয় চাহিদার প্রায় ৯৭ শতাংশ ঔষধ বর্তমানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত।
- ১৮৭ ব্রান্ডের বিভিন্ন প্রকার ঔষধ ও কাঁচামাল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ৮৭টি দেশে রপ্তানি।
- মহাখালীতে ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী ও ন্যাশনাল কন্ট্রোল ল্যাবরেটরী স্থাপন।
- গোপালগঞ্জে এসেনশিয়াল ড্রাগ কোম্পানীর ৩য় কারখানা নির্মাণ।
- মহাখালীতে ২০ তলাবিশিষ্ট স্বাস্থ্য ভবন নির্মাণাধীন।
- সাভারে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব হেলথ ম্যানেজমেন্ট নির্মাণাধীন।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন। বিভিন্ন জেলা হাসপাতালে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু। ঢাকা শহরসহ সকল বিভাগীয় শহরে স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কার্যক্রম চালু।
- ঔষধ তৈরীর কাঁচামাল সুলভ ও সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে গজারিয়ায় একটি অ্যাকটিভ ফার্মাসিটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট পার্ক স্থাপন।
- ভেজালমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য ঢাকার মহাখালীস্থ জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে একটি আন্তর্জাতিক মানের ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি ল্যাবরেটরী স্থাপন।
- ৮০০টি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানকে কম্পিউটার সরবরাহ করাসহ ইন্টারনেট সার্ভিসের আওতায় আনা।
- সকল জেলা ও উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোন স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম চালু। গ্রামীণ দরিদ্র রোগীরাও শহর ও নগরে স্থাপিত বিশেষায়িত হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।
- ৮টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু।
- প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়েবক্যাম প্রদান। ভিডিও কনফারেন্সিং এর সুযোগ সৃষ্টি। উন্নত ও তাৎক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড নিয়মিত মনিটরিং এর সুযোগ সৃষ্টি।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সংগ্রহ ও সরবরাহ প্রক্রিয়া অনলাইনে পরিবীক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি।
- স্বাস্থ্যখাতের গুণগত মান উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগের কারণে তাঁকে আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন, সাউথ সাউথ নিউজ ও জাতিসংঘের আফ্রিকা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিশন কর্তৃক "সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ড ২০১১" প্রদান।

- গরীব রোগীদের মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকারী পর্যায়ে স্বাস্থ্য বীমা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ।
- সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯১ শতাংশ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জিত।
- ৪টি জেলার ৫৮টি পৌরসভা, ১১৪টি উপজেলা এবং ১ হাজার ৮৩৭টি ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিটেশন কভারেজ অর্জিত।

পল্লী উন্নয়ন (২০০৯-২০১২)

- পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নে দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রাধান্য প্রদান।
- ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ২৫ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ১৫ শতাংশে হ্রাসের লক্ষ্যে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
- পল্লী অঞ্চলের প্রায় এক কোটি দরিদ্র মানুষের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।
- এ লক্ষ্যে একটি বাড়ী একটি খামার, চর জীবিকায়ন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন, দুগ্ধ ও পশু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পল্লী জীবিকায়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য আন্তর্জাতিক মানের "বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী" প্রতিষ্ঠা।
- দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জোরদার করার লক্ষ্যে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন ও প্রতি বছর জাতীয় পল্লী পদক প্রদান।
- জাতীয়ভাবে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন মেলা আয়োজন।
- পল্লী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি।
- পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার ২৯টি সমিতি ও দল গঠন। সদস্য সংখ্যা ৫৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৩৪ জন। ১৩২ কোটি টাকার শেয়ার ও ৪২২ কোটি টাকা সঞ্চয় হিসাবে পুঁজি গঠন। উপকারভোগীদের মধ্যে ৯ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা বিতরণ। আদায়ের হার ৯৬ শতাংশ।
- ক্ষুদ্র ঋণের সীমা ১৫ হাজার টাকা থেকে ২৫ টাকায় উন্নীত।
- পল্লী সমিতি ও দলের ৩৬ লক্ষ ৫ হাজার ৮৫ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান।

- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ কার্যক্রমের আওতায় ১৮ হাজার ৪৬০টি গভীর নলকূপ, ৪৪ হাজার ৫২৩টি অগভীর নলকূপ, ১৯ হাজার ৪০৫টি শক্তিচালিত পাম্প এবং ২ লক্ষ ৭৩ হাজার হস্তচালিত পাম্প সদস্যদের মধ্যে বিতরণ।
- নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে ৬৬ হাজার ৭৬০টি সমিতি ও দল গঠন। সদস্য সংখ্যা ১৯ লক্ষ ৬২ হাজার ৯১০জন। ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৪৪ কোটি টাকা। উপকারভোগী নারীর মধ্যে ৪ হাজার ১৩৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ। আদায়ের হার ৯৮ শতাংশ।
- নারী সমিতি ও দলের ৪ লক্ষ ৬৮ হাজার ৩৭১ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দরিদ্র নারীদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প গ্রহণ।
- ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে কুড়িগ্রাম নারী ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ।
- ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন। ৫০ হাজার ৭৩২ জন সদস্যের মধ্যে ১৩২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ। আদায়ের হার ৯২ শতাংশ। ১১ কোটি টাকা সঞ্চয় আদায়। ২ হাজার ৪২৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের আওতায় ৩৪টি জেলার ২৫৩টি উপজেলায় ৭ লক্ষ ৫০ হাজার জন উপকারভোগী সৃষ্টি। ১ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ। সঞ্চয় ৮৬ কোটি টাকা।
- ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ৫ হাজার ২৯৮ জন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান ঋণ উদ্যোক্তার মধ্যে ৫৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ, আদায়ের হার ৯৮ শতাংশ, ৪০ হাজার ৪৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ, ১৫০ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ভাতা প্রদান, ২ হাজার ৩০০ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান। ২টি বিপণন কেন্দ্র স্থাপন, ১৩টি জেলার ৮৩টি উপজেলায় ১২ হাজার ৬৪৪টি সোলার হোম সিস্টেম বিক্রয়, ৩ হাজার ২০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন।
- কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, বগুড়া ও সিরাজগঞ্জ জেলার ২৮টি উপজেলার ১৫০টি ইউনিয়নে চর জীবিকায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন। ২ লক্ষ ৫০ হাজার দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং ১০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত।
- চর জীবিকায়ন কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ফলে ২য় পর্যায়ে ৭৯৫ কোটি টাকা ব্যয়ে টাঙ্গাইল, পাবনা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলার চর এলাকার ৩১টি উপজেলায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এবং ১০ লক্ষ মানুষ পরোক্ষভাবে উপকৃত।

- ৮৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের চর, হাওর-বাঁওড়, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা অতি দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চল এবং পার্বত্য এলাকার ১০ লক্ষ অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীতে পল্লী উন্নয়ন, উন্নয়ন প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের ১৩ হাজার কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৫টি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন। ১০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের ৪৫০ জন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানকে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ভিজিডি ও মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচীর প্রভাব মূল্যায়ন গবেষণাসহ ৩০টি গবেষণা সম্পন্ন।
- কৃষি বীমা মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে একটি গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ।
- ধান ও ভুট্টার টেকসই নিবিড় চাষের উপর একটি গবেষণা বাস্তবায়নাধীন।
- কুমিল্লা জেলায় ইকো-স্যানিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- পল্লী উন্নয়নে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ৮০০টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা। ৬৫ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- পল্লীবাসীর জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন, কৃষি ও পরিবেশ বান্ধব টেকসই পদ্ধতির উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা।
- গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে ১৮টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন। ফলাফলের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রণয়ন।
- বগুড়া আরডিএ উদ্ভাবিত গভীর নলকূপের বহুমুখী ব্যবহার মডেল সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১ হাজার ৬৯৫ একর জমিতে উন্নত সেচ সুবিধা প্রদান, ২৩ হাজার ৮০০টি বাসা-বাড়ীতে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ, ১ হাজার ৫৫৯টি উদ্যান ও নার্সারী উন্নয়ন, ৩৫৫টি পুকুরে শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহ, ৩ হাজার ৪৮০ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৮ হাজার ৪৯ জন উপকারভোগীকে ঋণ কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন।
- এর ফলে পানির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত, নিরাপদ খাবার পানির সরবরাহ বৃদ্ধি, পোলট্রি ও পশু খামার উন্নয়ন এবং পল্লী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
- পল্লী জীবিকায়ন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং উন্নত ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ এলাকা উন্নয়ন। ৩ হাজার ৫০ একর জমিতে উন্নত সেচ সুবিধা প্রদান। ৪৩০টি বাসা-বাড়ীতে পানি সরবরাহ। ২৫টি উদ্যান ও নার্সারী উন্নয়ন। ২ হাজার ৬২ জন সুফলভোগীকে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে প্রশিক্ষণ প্রদান।

- এর ফলে ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত ও উৎপাদন বৃদ্ধি।
- গবাদি পশু পালন ও বায়োগ্যাস বোতলজাতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় ১৫০ ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন, ৩ হাজার ৫৫৪ জন সুফলভোগীকে আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ, ৫৯৯টি গরু প্রদান, ৬৬০টি বাসা-বাড়ীতে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বায়োগ্যাস ব্যবহার এবং ৬টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট থেকে ৯৩৮ ঘনমিটার বায়োগ্যাস সিএনজিতে রূপান্তর।
- এর ফলে পরিবেশবান্ধব উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বিকল্প জ্বালানি উৎস তৈরী ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফল দেশের ৭৫টি এলাকায় বাস্তবায়ন। ১ হাজার ৬৯৫ একর জমিতে উন্নত সেচ সুবিধা প্রদান। ৫ হাজার ২৫০টি বাসা-বাড়িতে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ, ১৫৯টি উদ্যান ও নার্সারী উন্নয়ন, ১০৫টি পুকুরে শুষ্ক মৌসুমে পানি সরবরাহ, উৎপাদিত কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধা সম্প্রসারণ এবং ৩ হাজার ৩২০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- এর ফলে পানির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত, নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ, উৎপাদনমুখী কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং পল্লী দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
- আরডিএ বগুড়ার মাধ্যমে ১০ হাজার ৭৫১ জন পুরুষ ও ৮ হাজার ২২ জন নারী সদস্যের মধ্যে ১৫ কোটি টাকা বিতরণ। ১৭ হাজার ৫৩৭ জনের আত্মকর্মসংস্থান। ঋণ আদায়ের হার ৯৩ দশমিক ২৭ শতাংশ।
- একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ১ হাজার ৯২৩টি ইউনিয়নের ১০ লক্ষ ৩৮ হাজার পরিবারকে ১৭ হাজার ৩০০ গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে খামারীতে উন্নীতকরণ।
- অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সিরডাপ এর জন্য তথ্য প্রযুক্তি বিকাশকেন্দ্রসহ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র নির্মাণ।

সমবায় (২০০৯-২০১২)

- বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমবায়ী মালিকানা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমবায় নীতি প্রণয়ন। সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- উৎপাদক ও ভোক্তা পর্যায়ে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায় বাজার স্থাপন ও কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন।

- দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বিভাগে একটি করে গোচারণ ভূমি সৃজনের লক্ষ্যে সমবায় গোচারণ ভূমি নীতি প্রণয়ন। এ লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ, নোয়াখালী ও জামালপুরে ১ হাজার ২৬৭ একর খাস জমি মিল্ক ভিটা ইউনিয়নের অনুকূলে দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রদান।
- টেকেরহাট দুগ্ধ কারখানা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। পটিয়ায় একটি পূর্ণাঙ্গ দুগ্ধ কারখানা স্থাপন। লাহিড়ী মোহনপুর গো-খাদ্য উৎপাদন কারখানা স্থাপন। মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন। বাঘাবাড়িঘাট দুগ্ধ কারখানায় নতুন একটি ইন্সট্যান্ট পাওয়ার সাপ্লাই স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- মিল্ক ইউনিয়ন সমিতির সংখ্যা ২ হাজার ২৭১টি। সংগঠক ৪৬ জন। গাভী ঋণ বিতরণ ৪১ কোটি টাকা। ঘাষ চাষকৃত জমির পরিমাণ ২ হাজার ৪৪৩ একর। ১ হাজার ৩৩১ টন গো-খাদ্য বিতরণ। ৩০টি প্ল্যান্টে আধুনিক মিল্ক এনালাইজার চালু। ১০ লক্ষ ডোজ ভ্যাক্সিনেশন বিতরণ।
- দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা এবং বৃহত্তর বরিশাল, ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় সমবায়ের মাধ্যমে উন্নতজাতের গাভী পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ।
- মিল্ক ইউনিয়নের কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পঞ্চগড়, ত্রিশাল, অভয়নগর, টুঙ্গিপাড়া, শ্রীপুর ও মতলবে ৬টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র নির্মাণ। দুগ্ধ সংগ্রহ কার্যক্রম অব্যাহত। বাবুগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও ও মাদারগঞ্জে ৩টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননকারী কর্মীদের উৎসাহ ভাতা বৃদ্ধি। বিনামূল্যে গাভীর চিকিৎসা প্রদান ও ঔষধ সরবরাহ। উন্নতমানের ঘাষের বীজ ভর্তুকিমূল্যে সরবরাহ।
- নিবিড় তত্ত্বাবধান ও অনিয়ম দূরীকরণের মাধ্যমে মিল্কভিটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত। ৪২ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন।
- দেশের ৬৪ জেলার ৬৬টি উপজেলায় ৪ হাজার ২৭৫টি গ্রামের সকল শ্রেণী-পেশার নারী-পুরুষকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন। ৪ হাজার ২৫৯টি সমিতি গঠন। ৫৫ কোটি ৪২ লক্ষ টাকার পুঁজি গঠন। ৭২ হাজার ৩৫১ জনকে প্রশিক্ষণ। ৭৪ হাজার ৪৮১ জনের আত্মকর্মসংস্থান। সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ৫৬ কোটি টাকা ঘূর্ণায়মান ঋণ সহায়তা প্রদান।
- গারো সম্প্রদায়ের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার ৬টি গারো নৃ-গোষ্ঠীর ২ হাজার ৪০০ পরিবারের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পশুপালন, মৎস্য ও সবজী চাষ, হস্তশিল্প খাতে ৬ কোটি টাকার সম্পদ প্রদান।
- কুমিল্লার বিজয়পুর এলাকার মৃৎ শিল্পীদের সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়ন।

- উৎপাদক ও ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল জেলা, উপজেলা, শহর ও গ্রোথ সেন্টারে সমবায় সমিতির মাধ্যমে ৩৬০টি সমবায় বাজার সৃজন। এসব বাজার পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ৩২৭টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি নিয়ে সমবায় বাজার কনসোর্সিয়াম লিমিটেড নামে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন।
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংকের আওতাভুক্ত ১৯৯২ সাল থেকে বঞ্চিত সমবায়ী কৃষকদের ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ মওকুফ। ১৩০ কোটি টাকা ব্যয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ মে ২০১২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সমবায়ী কৃষকদের গৃহীত ঋণের সুদ মওকুফজনিত ভর্তুকির অর্থ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

- ২২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চাষাড়ায় বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক এর ৯ তলা বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণাধীন।
- সমবায় কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাথমিক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, বন সংরক্ষণ সমবায় সমিতি, কৃষক সমবায় সমিতি, মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, প্রাণী সম্পদ পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন সমবায় সমিতি মডেল উপ-আইন প্রণয়ন।
- প্রকৃতি ও ইকোসিস্টেম সংরক্ষণে সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- বন সংরক্ষণ, হাওর সংরক্ষণ, কমিউনিটি বায়োগ্যাস, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ।
- জাতীয়ভাবে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় মেলা আয়োজন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ (২০০৯-২০১২)

- প্রাকৃতিক ও মানব সৃষ্ট দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়ন।
- ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাসে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য পুনঃনির্ধারণ স্ট্যান্ডিং অর্ডারস্ অন ডিজাস্টার সময়োপযোগীকরণ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনা অনুযায়ী দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাসে কার্যক্রম গ্রহণ।
- সাইক্লোনের হাত থেকে উপকূলীয় জনগণের জানমাল রক্ষার লক্ষ্যে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন। সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল পাকা দালান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- দুর্যোগকালে শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া নিশ্চিতে নবনির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে রেম্প স্থাপন।
- সার্ক দেশগুলোতে দুর্যোগে জরুরী সাড়াদান নিশ্চিত করতে সার্ক এগ্রিমেন্ট অন রেপিড রেসপন্স টু ন্যাচারাল ডিজাস্টার চুক্তি সম্পাদন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ অক্টোবর ২০১২ রামুতে দুষ্কৃতিকারীদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ মন্দির ও বাড়ীঘর পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ ও অনুদানের চেক বিতরণ করেন।

- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১ হাজার ৫০০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারণ। ৯৯টি আশ্রয় কেন্দ্র নির্মিত। আরও ১৭০টি নির্মাণাধীন।
- বিদ্যমান ৩ হাজার ২৮৬টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ছাড়াও ১০০টি বহুমুখী আশ্রয় কেন্দ্র ও ৬ হাজার ১৮৬টি ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘর নির্মাণাধীন।

- ৬টি উন্নয়ন সহযোগীর সহায়তায় ৭ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী গ্রহণ।
- ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণের কারিগরি তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড প্রণয়ন।
- দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি দ্রুত উত্তোরণের লক্ষ্যে জাতীয় কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- দ্রুত সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ওয়াসা, টিএন্ডটি, তিতাস, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোতে কন্টিনজেন্সি পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- বড় ধরণের দুর্যোগ মোকাবেলায় ৬২ হাজার নগর দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ। ১৩ হাজার ৫০০ প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক তৈরী।
- আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস এবং জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্প সচেতনতামূলক মহড়া অনুষ্ঠিত।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষার উন্নয়নে ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন কোর্স চালু। ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ই-লার্নিং কেন্দ্র চালু। ৭০ জন ছাত্রকে গবেষণা অনুদান প্রদান।
- শিশু-কিশোরদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচীতে দুর্যোগ বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ।
- দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে ২ ঘণ্টা প্রশিক্ষণসূচী বাধ্যতামূলককরণ।
- দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে জনগণের নিকট সরাসরি প্রেরণ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট এসএমএস বার্তা প্রেরণ। উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবের কাছে বার্তা প্রেরণ।
- দেশের সকল উপজেলায় দৈনিক আবহাওয়া বার্তা প্রচার। ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ।
- বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় ৭৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। ২২ হাজার ২০০ জন বন্যাক্রান্ত মানুষের আশ্রয়ের সুযোগ সৃষ্টি। স্বাভাবিক অবস্থায় ১১ হাজার ৮৪০ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
- গ্রামীণ রাস্তায় দুর্যোগ জনিত জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ২ হাজার ৭৩টি সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামীণ রাস্তায় ৩২৩টি সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ।
- দুর্গত পরিবারের আশ্রয়দানে ৭২৪টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণ।
- ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরী উদ্ধার যান, ওয়াটার এম্বুল্যান্স, সাইরেন, জেনারেটরসহ ৬৯ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়। আরও ১৬৪ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ।

- আইলা ক্ষতিগ্রস্ত ২৪টি উপজেলায় ৭৫ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা ইটের রাস্তায় রূপান্তর। ১ হাজার ৫৪টি কাঠামোগত প্রকল্প বাস্তবায়ন। ৩ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে পুনর্বাসন।
- ৬০ লক্ষ বিপদাপন্ন মানুষের ঝুঁকিহ্রাসে কাঠামোগত ও অকাঠামোগত সহায়তার লক্ষ্যে উপকূলীয় ৯টি জেলার ২৪টি ইউনিয়নে ১ হাজার ৯৪৫টি গ্রামীণ ঝুঁকিহ্রাস ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন। দুর্যোগোত্তর পুনর্বাসন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।
- দুর্যোগপ্রবণ এলাকার উন্নয়নে ৬৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২টি কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন। এর আওতায় ১১টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, ৭৪টি আশ্রয় কেন্দ্র মেরামতসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন।
- জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয়করণ ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি।
- জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয়করণ ও দুর্যোগ মোকাবেলায় লাগসই কৌশল উদ্ভাবনে গবেষণা জোরদার।
- গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের (টিআর) লক্ষ্যে ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার ৮৭৩ টন খাদ্যশস্য ও ৩৭৭ কোটি টাকা বিতরণ।
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় ৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টন খাদ্যশস্য ও ২৭৫ কোটি টাকা ব্যয়। প্রায় ২৭ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি। বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসৃজন।
- দুঃস্থ ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ভিজিএফ কর্মসূচীর আওতায় ৩ কোটি ৩৬ লাখ ৮২ হাজার উপকারভোগী পরিবারের মধ্যে ৭ লক্ষ ২৩ হাজার টন খাদ্যশস্য বিতরণ।
- মানবিক সহায়তা কর্মসূচীর (জিআর) আওতায় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুঃস্থ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা নগদ, ১ লক্ষ ৫৭ হাজার টন চাল, ৯৩ হাজার বান্ডিল ঢেউটিন, ১২৪ কোটি টাকা গৃহ বাবদ মঞ্জুরী এবং ১০ লক্ষ পিস কম্বল ও ১০ কোটি টাকা বিতরণ।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত (২০০৯-২০১২)

- ঢাকা মহানগরীর ১ হাজার ৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকার ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন।
- চট্টগ্রাম মহানগরীর ১ হাজার ১৫২ বর্গকিলোমিটার এলাকার স্ট্রাকচার প্ল্যান ও ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন।

- খুলনা মহানগরীর ১২১ বর্গকিলোমিটার এলাকার ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন।
- খুলনা মহানগরীকে মংলা পর্যন্ত সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৩৭১ বর্গকিলোমিটার এলাকার ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান প্রণয়ন।
- সিলেট বিভাগীয় শহর ৮৫ বর্গকিলোমিটার স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়ন।
- বরিশাল বিভাগীয় শহর ৭৬ বর্গকিলোমিটার স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়ন।
- কক্সবাজার, টেকনাফ, সেন্ট মার্টিন ও মহেশখালী এলাকার ৩২২ বর্গকিলোমিটার এলাকায় পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন।
- দেশের স্বল্প ও মধ্যম আয়ের মানুষের জন্য ঢাকাসহ বিভাগীয় নগরী এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৪১ হাজার ৫৫১টি প্লট উন্নয়ন এবং ৩১ হাজার ৫৩৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণে ঝিলমিল, পূর্বাচল, উত্তরা, মিরপুর, মোহাম্মদপুরসহ বিভিন্ন স্থানে ৪৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন।
- রাজধানীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন। ১১ কিলোমিটার রাস্তা, ৩২০ মিটার ব্রীজ, ২৫০ মিটার ওভার পাস, ২৪৭ মিটার ভায়াডাক্ট এবং ৮ দশমিক ৬০ কিলোমিটার ফুটপাথ নির্মাণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২ জানুয়ারী ২০১৩ ঢাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে নির্মিত হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

- রাজধানীর যানজট নিরসনে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় রেল লাইনের উপর ৬৭৮ মিটার ওভারপাস নির্মাণ।
- কুড়িল ইন্টারসেকশনে ৩ দশমিক ১ কিলোমিটার দীর্ঘ বহুমাত্রিক ফ্লাইওভার, কুড়িল ইন্টারসেকশন থেকে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত ১৩ দশমিক ৩৩ কিলোমিটার পূর্বাচল লিংক রোড, মাদানি এভিনিউর প্রগতি সরণী ইন্টারসেকশন থেকে বালু নদী পর্যন্ত ৫ দশমিক ৭১ কিলোমিটার রাস্তা এবং গুলশানে বহুতল গাড়ি পার্কিং কাম-অফিস বিল্ডিং নির্মাণাধীন।

- গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়ন।
- জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য শেরেবাংলানগরে ৪৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণাধীন।
- সরকারী কর্মচারীদের জন্য রাজধানীতে পরিত্যক্ত বাড়ীতে ৫৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণাধীন।
- উচ্চ আদালতের বিচারকদের জন্য ৭৬টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণাধীন।
- রাজধানীর উপর জনসংখ্যার অব্যাহত চাপ হ্রাসে ঢাকার চারপাশে ৪টি স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ।
- চট্টগ্রাম মহানগরীতে যানজট নিরসনে ৪৪ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ ও সম্প্রসারণ।
- চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড, বহদ্দারহাট জংশন, মুরাদপুর, ২ নম্বর গেইট ও জিইসি জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণাধীন।
- খুলনার যানজট নিরসনে খুলনা-যশোর রোড ও সিটি বাইপাস রোডের মধ্যে ৫ দশমিক ৫ কিলোমিটার লিংক রোড নির্মাণ।
- সাতক্ষীরা সড়ক ও সিটি বাইপাস সড়ককে সংযুক্ত করে সংযোগ সড়কসহ তিনটি লিংক রোড নির্মাণ। খুলনা শিপইয়ার্ড রাস্তা প্রশস্তকরণ। ফুলবাড়ি রেল ক্রসিং ওভারপাস নির্মাণ।
- রাজশাহীর যানজট নিরসনে রাজশাহী গ্রেটার রোড ও বাইপাস রোডের মধ্যে ৫ দশমিক ৩ কিলোমিটার সংযোগ সড়ক নির্মাণ।
- কক্সবাজার, কুয়াকাটা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ও ভূমিকম্পজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।
- সাভার জাতীয় স্মৃতি সৌধের অভ্যন্তরে মিউজিয়াম, অডিও-ভিজ্যুয়াল রুম, লেজার শো প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত মঞ্চ নির্মাণ।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন দর্শন, কীর্তি ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত আর্কাইভসহ আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ মিউজিয়াম ও রিসার্স সেন্টারসহ টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধি সৌধের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতাধীন জমির বরাদ্দ, হস্তান্তর, নামজারী ফি বাবদ ৬৯ কোটি টাকা রাজস্ব আয়। পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা আয়।

শ্রম (২০০৯-২০১২)

- শ্রমজীবী মানুষের অভিজ্ঞতা ও কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য শ্রম আইন সংশোধন করে শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত।
- শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখা, উৎপাদন বৃদ্ধি, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শ্রম আইন সংশোধন ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে সরকার, শ্রমিক ও মালিক পক্ষের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন। চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন।
- জাতীয় শ্রমনীতি প্রণয়ন। এ নীতিতে মহান মুক্তিযুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের গৌরবময় ভূমিকাকে স্বীকৃতি প্রদানসহ সংবিধানের অঙ্গীকার, বিশ্ব শ্রমমান ও মুক্তবাজার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জের উপর গুরুত্বারোপ।
- চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বন্দরের সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডক শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বোর্ড বিলোপ।
- শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি প্রণয়ন।
- ১৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৬ হাজার শ্রমজীবী শিশুকে প্রত্যাহার করে ২ বছর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান। সব ধরণের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে শিশুদের প্রত্যাহার।
- শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কল্যাণ সাধনে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ। বিধিমালা প্রণয়ন।
- ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারী সড়ক শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা প্রণয়ন।
- জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরী শর্তাবলী) আইন প্রণয়ন।
- রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরী কাঠামো নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজুরী ও উৎপাদনশীলতা কমিশন গঠন। কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়ন।
- ১৬টি ধাপে সর্বনিম্ন ২ হাজার ৪৫০ টাকা থেকে ৪ হাজার ১৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৫ হাজার ৬০০ টাকায় মজুরী স্কেল ও ভাতা ও প্রান্তিক সুবিধা নির্ধারণ।
- ৪২টি বেসরকারী শিল্প খাতের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৭টি খাতের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী ঘোষণা। অবশিষ্ট ৫টি খাতে মজুরী ঘোষণার উদ্যোগ গ্রহণ।
- তৈরী পোশাক খাতে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ৮২ শতাংশ বৃদ্ধি। প্রারম্ভিক মজুরী ৩ হাজার টাকা পুনঃনির্ধারণ।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন।

- গৃহকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাঁদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন।
- উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র্যপীড়িত এলাকার নারীদেরকে বিনা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তৈরী পোষাক খাতে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ৩২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নর্দার্ন এরিয়া রিডাকশন অব পোভার্টি ইনিসিয়েটিভ এর আওতায় ১০ হাজার ৬০০ নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ।
- সিলেট বিভাগের ৬২টি চা বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের সাধারণ স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসহ এইচআইভি-এইডস বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা।
- ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৫ হাজার পোশাক শ্রমিকের সাধারণ স্বাস্থ্য ও প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি।
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের হয়রানি হ্রাস, নারী শ্রমজীবীদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেকার জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে ৩২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৬টি জেলায় ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন। নারীদের জন্য ৬টিসহ ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। ১৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান। বছরে প্রায় ২৫ হাজার প্রশিক্ষিত জনশক্তি সৃষ্টি।
- রপ্তানিমুখী চিংড়ী শিল্পে শ্রমমান বিষয়ক কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নাধীন। নতুন রেজিষ্ট্রিকৃত ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৫৬৯টি। সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৪৬৯ জন।
- গার্মেন্টস্ ফেডারেশন ৪টি। এর অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন ৮টি।
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেডারেশন ৮টি। এর অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন ২৮টি।
- দেশব্যাপী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২২টি সিবিএ নির্বাচন সম্পন্ন। ৫৫ হাজার ৮৫৮ জন সদস্য নির্বাচিত।
- কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নে শ্রমিক, মালিকপক্ষ ও শ্রম প্রশাসনের ৬ হাজার ৪১৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসহ সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। শ্রমিক শিক্ষা কোর্স পরিচালনা, বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ সরবরাহ। পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান। ৬ লক্ষ ৬১ হাজার জনকে সেবা প্রদান।
- শালিসী কার্যক্রমের মাধ্যমে ৪৪৩টি শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি।
- তৈরী পোশাক কারখানায় কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়নে ৩ হাজার ৯০৫টি কারখানা পরিদর্শন।
- তৈরী পোশাক শিল্পে বেতন, বোনাস ও ওভারটাইম ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।
- রাজধানীতে মার্কেট, বিপণী বিতানসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটি নিশ্চিতকরণ।

- জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে দুর্ঘটনা রোধ এবং ক্ষতিপূরণ আদায় নিশ্চিতকরণ।
- বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজী এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোর প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান।

ডাক (২০০৯-২০১২)

- ডাক বিভাগের ২ হাজার ৭৫০টি পোস্ট অফিসে মোবাইল মানি অর্ডার সার্ভিস চালু। ১ মিনিটে অর্থ আদান-প্রদান। কমিশন বাবদ ৪৯ কোটি টাকা আয়।
- গ্রামাঞ্চলের ডাকঘরগুলোতে মোবাইল ফোন ভিত্তিক সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ৮ হাজার ২১৭টি ডাকঘরে মোবাইল ফোনের সিম কার্ড বিতরণ।
- সহজে ও নিরাপদে অর্থ আদান-প্রদানে ৬০০টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস চালু। ৪২ হাজার গ্রাহককে সেবা প্রদান।
- ক্যাশ কার্ড একাউন্টের মাধ্যমে জলঢাকা ও হাতিবান্ধা উপজেলা এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকার সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তাদের ১৪ হাজার ১২৭টি পরিবারকে ভাতা প্রদান।
- ক্যাশ কার্ডের মাধ্যমে ২৬টি ব্যাংকের এটিএম থেকে টাকা উত্তোলন এবং বিভিন্ন শপিং মলের ৮ হাজার পিওএস মেশিনের মাধ্যমে কেনাকাটার সুযোগ সৃষ্টি।
- ৭টি বিভাগীয় শহরে পোস্ট ই-পেমেন্ট সার্ভিস চালু। কল সেন্টারের সুযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।
- ৮ হাজার গ্রামীণ ডাকঘর এবং ৫০০ উপজেলা ডাকঘরকে ই-সেন্টারে রূপান্তর।
- বেসরকারী কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানগুলোতে জবাবদিহি নিশ্চিতে মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস বিধিমালা প্রণয়ন।
- পোস্ট অফিসের কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয়করণের লক্ষ্যে দেশের ৪টি জিপিও, ৬৭টি প্রধান ডাকঘর, ৫০টি সাব-পোস্ট অফিস এবং ১৩টি মেইল এন্ড সর্টিংসহ ১৩৪টি অফিসে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগ।
- ৪০টি সার্ভার রুম, ডাটা সেন্টার ও কল সেন্টার তৈরী।
- পোস্টাল একাডেমী ও ৪টি পোস্টাল ট্রেনিং সেন্টারে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সরঞ্জাম সংযোজন। আইটি বেইজড মানবসম্পদ উন্নয়ন।
- ডাক অধিদপ্তরের প্রচলিত আইন-কানুন সংশোধন ও ভাষান্তর।

- আন্তর্জাতিক চিঠিপত্র ও পার্সেল নির্ভুল ও দ্রুত ট্রেক এন্ড ট্রেসিং করার লক্ষ্যে ট্রেক এন্ড ট্রেসিং সিস্টেম : আইপিএস লাইট ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি। ঢাকা বৈদেশিক ডাক, সকল জিপিও ও প্রধান ডাকঘরসহ ১৮টি লোকেশনে এ পদ্ধতির ব্যবহার।
- ৩ হাজার ৪৪০টি ডাকঘর নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ।

সমাজ কল্যাণ (২০০৯-২০১২)

- দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিবন্ধী, এতিম, দুঃস্থ, দরিদ্র, অসহায় ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক অগ্রগতি সাধন।
- প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের আওতায় ৫৮টি জেলায় ৬৮টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু। ১ লক্ষ ২৫ হাজার জন প্রতিবন্ধীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও সহায়ক উপকরণ প্রদান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে "বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস" উদ্বোধন শেষে অটিস্টিক শিশুদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

- ফাউন্ডেশনের আওতায় ঢাকার মিরপুরে জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা। ঢাকায় অটিজম রিসোর্স সেন্টার ও ১টি অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালু।
- ঢাকায় ১৬ আসন বিশিষ্ট একটি কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ হোস্টেল এবং ১২ আসন বিশিষ্ট কর্মজীবী প্রতিবন্ধী নারী হোস্টেল চালু।

- প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে থেরাপি ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ ওয়ানস্টপ থেরাপি সার্ভিস চালু।
- প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন। এর আওতায় ৫৫টি বেসরকারী প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার শতভাগ সরকার কর্তৃক প্রদান।
- প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়ন।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ। প্রথমটি কুড়িগ্রামে স্থাপিত।
- প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও সেমিনার অনুষ্ঠিত।
- ৪৮টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুল ও ৭টি ইনক্লুসিভ স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীকে শতভাগ বেতন-ভাতা প্রদান।
- ৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ২৩৯ জন নারীর পুনর্বাসন।
- প্রতিবন্ধী খেলাধুলার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণাধীন। এলক্ষ্যে সাভারে ১২ একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান।
- স্পেশাল অলিম্পিকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহণ। অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন। দেশের বিরল সম্মান অর্জন।
- এথেন্সে অনুষ্ঠিত প্রতিবন্ধীদের বিশ্ব স্পেশাল অলিম্পিকস ২০১১ এ অংশ নিয়ে বাংলাদেশ ২৯টি স্বর্ণ, ১২টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জসহ ৪৪টি পদক জয়।
- মাল্টিপারপাস প্রতিবন্ধী ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ। ঢাকায় ১টি প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ। ৮টি উপজেলায় প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরীপ সম্পন্ন।
- অটিজম ও অন্যান্য বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে জাতীয় ট্রাস্ট আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও মিশেল ওবামার সাথে সাক্ষাৎ করেন। সর্ববামে আন্তর্জাতিক অটিজম বিশেষজ্ঞ সায়মা হোসেন পুতুল।

- ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি পুনর্বাসন আইন প্রণয়ন।
- শিশু আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।
- অফ সিজনে চা-শ্রমিকদেরকে খাদ্য সহায়তা, লিল্লাহ বোর্ডিং, রামকৃষ্ণ মিশন, বৌদ্ধ বিহার ও মঠের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ক্যান্সার রোগীদের সহায়তার লক্ষ্যে ৪০ কোটি টাকা প্রদান।
- ২১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল বিশেষায়িত হাসপাতাল এন্ড নার্সিং কলেজে নারী, শিশু, অটিস্টিক ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি।
- সুবিধা বঞ্চিত নারীদের আত্মকর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি কমপ্লেক্স নির্মাণাধীন।
- অটিজম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য ৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থাপিত "প্রয়াস" এর সম্প্রসারণ বাস্তবায়নাধীন।
- ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ইনস্টিটিউট ফর অটিস্টিক চিলড্রেন এন্ড ব্লাইন্ড এন্ড চাইল্ড হসপিটাল নির্মাণ। গরীব রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান।
- ২৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ। গরীব রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান।

- ভিক্ষাবৃত্তি নিরসনে ময়মনসিংহ, বরিশাল, জামালপুর ও ঢাকা জেলার ২ হাজার ভিক্ষুকের পুনর্বাসন বাস্তবায়নাধীন।
- ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দলিত, হরিজন, বেদে ও হিজড়াদের জীবনমান উন্নয়নে কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- ৮ হাজার ১৩৭টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান। গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৬ হাজার ২৫১টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন বাতিল।
- বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ থেকে ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজারে উন্নীত। মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় উন্নীত। ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু।
- বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুঃস্থ মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ২০ হাজারে উন্নীত। মাসিক ভাতার পরিমাণ ৩০০ টাকায় উন্নীত। ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু।
- অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ ৮৬ হাজারে উন্নীত। মাসিক ভাতার পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকায় উন্নীত। ভাতাভোগীদের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে ভাতার অর্থ পরিশোধ পদ্ধতি চালু।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ভোগের সংখ্যা ১৩ হাজার থেকে ১৮ হাজার ৬২০ জনে উন্নীত। উপবৃত্তির হার প্রাথমিক স্তরে ৩০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৪৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১ হাজার টাকা। ব্যাংক চেকের মাধ্যমে ভাতা প্রদান।
- বিসিএস ক্যাডারসহ অন্যান্য সরকারী চাকুরীতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে প্রতিবন্ধীদের জন্য ১ শতাংশ এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে এতিম ও প্রতিবন্ধীদের জন্য ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণ।
- প্রতিবন্ধী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ১১১টি পদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাকুরীতে প্রবেশাধিকার ৪০ বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত।
- সরকারী শিশু পরিবার, প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান ও আবাসিক প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ১ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ২ হাজার টাকায় উন্নীত। উপকারভোগী এতিমের সংখ্যা ৫০ হাজারে উন্নীত।
- এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী দরিদ্র ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে ৯১ হাজার ৬০১টি পরিবারের মধ্যে ৭৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বিতরণ।

- পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আত্মনির্ভরশীল করতে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার ১২০টি পরিবারের মধ্যে ১৫০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান। আদায়ের হার ৯৪ শতাংশ।
- পল্লী এলাকার অসহায় নারীদের ৪৯ হাজার ৪৮৫টি পরিবারকে আত্মনির্ভরশীল করতে ১৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ। ঋণ আদায়ের হার ৮৮ শতাংশ।
- শহর এলাকার ১২ হাজার ৭৫টি অসহায় পরিবারকে আত্মনির্ভরশীল করতে ৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ। আদায়ের হার ৮৮ শতাংশ।
- দেশব্যাপী ৮৯টি হাসপাতালে ১৩ লক্ষ ৪৯ হাজার দরিদ্র রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান। ৫০৯টি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য উপজেলা কমপ্লেক্স গঠিত রোগী কল্যাণ সমিতিকে ৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান।
- প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রমের আওতায় ৮ হাজার ৫৩৭ জনকে সমাজে পুনর্বাসন।
- ৬টি ভবঘুরে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ১ হাজার ৯০০ জন নিবাসীকে পুনর্বাসন। ভরণ-পোষণের জন্য মাথাপিছু মাসিক ২ হাজার টাকা প্রদান।
- পথশিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এ্যাট রিস্ক বাস্তবায়নাধীন।
- জাতীয় সমাজ সেবা একাডেমীর মাধ্যমে ২ হাজার ৪৮০ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৪৩টি ছেলে, ৪১টি মেয়ে ও ১টি মিশ্রসহ ৪৫টি সরকারী শিশু পরিবারে ৯ হাজার ৪৩৫ জন এতিম ও দুঃস্থ শিশুকে পুনর্বাসন। ভরণ-পোষণের জন্য মাথাপিছু মাসিক ২ হাজার টাকা প্রদান।
- বেসরকারী ৩ হাজার ৩১৭টি এতিমখানায় ১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫৪০ জন এতিম শিশুকে পুনর্বাসন। ৬৩ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান।
- ৬টি বিভাগে ৬টি ছোট্টমণি নিবাসে ১৩০ জন ৭ বছরের কম বয়সী শিশুকে পুনর্বাসন।
- আজিমপুর ডে কেয়ার সেন্টারে ৭৬ জনকে পরিচর্যা প্রদান। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ১ হাজার ২৫০ টাকা।
- ৩টি দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ৮৭০ জনকে পুনর্বাসন। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২ হাজার টাকা।
- ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কেন্দ্রে ৩০৭ জন শিক্ষা গ্রহণ। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২ হাজার টাকা।
- ৫টি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ৮৫৮ জনকে পুনর্বাসন। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২ হাজার টাকা।

- ৭টি বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ৭৭২ জনকে পুনর্বাসন। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২ হাজার টাকা।
- জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪৪ জনকে পুনর্বাসন। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২ হাজার টাকা।
- ২টি শারীরিক প্রতিবন্ধী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২১৬ জনকে পুনর্বাসন। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২ হাজার টাকা।
- ১টি মানসিক শিশু প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের ৩১ জনকে পুনর্বাসন। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২ হাজার টাকা।
- ৩টি কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে ৩ হাজার ৭৭৪ জনকে পুনর্বাসন। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২ হাজার টাকা।
- ৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী নারী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ২৬২ জনকে পুনর্বাসন। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২ হাজার টাকা।
- ৬টি সেফ হোমে ২ হাজার ৪৩৪ জনকে পুনর্বাসন। নিবাসীদের মাসিক মাথাপিছু বরাদ্দ ২ হাজার টাকা।
- জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে ২৩ হাজার ৬০০টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে ২৫ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান।
- ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ১ হাজার ৭০১ জন নির্বাহীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
- ঢাকা ও লালমনিরহাটে আল নাহিয়ান শিশু পরিবারের ১ হাজার ৩০৪ জন নিবাসীকে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ড বাবদ মাসিক ৭০০ টাকা করে মোট ১ কোটি ৬ লক্ষ টাকা প্রদান।
- ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্স ইনস্টিটিউটের বহির্বিভাগ, পরীক্ষা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র সম্প্রসারণ।
- ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য পুনর্বাসন ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
- ফরিদপুর সমন্বিত স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প বাস্তবায়ন।

যুব (২০০৯-২০১২)

- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি পুরুষ ও নারী যুবসমাজকে সর্বোচ্চ কর্মক্ষম ও সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৭৬টি উপজেলার বেকার যুবদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণদান, প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থান, ঋণ বিতরণ, দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- ৮ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৮০ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ২ লক্ষ ৪০ হাজার ২৬৯ জনের আত্মকর্মসংস্থান। ২৭ হাজার ৪২৮ কোটি টাকা যুব ঋণ বিতরণ। ঋণ গ্রহণকারী ৭৪ হাজার ৯৬০ জন। ২২ হাজার ৩৩০ জন পরিবারভিত্তিক ঋণ প্রদান।
- মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষিত বেকার যুবদের ২ বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ ও আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- এর আওতায় কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলার ৫৬ হাজার ৮০১ যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৫৬ হাজার ৫৪ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থান।
- এ কর্মসূচী রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় সম্প্রসারণাধীন। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ।
- ১৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ১১টি জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণাধীন।
- ১০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৯টি জেলার বিদ্যমান যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্প্রসারণ বাস্তবায়নাধীন।
- ৬৪টি জেলা এবং ৭৪৬টি উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন।
- ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে ১ হাজার যুব সংগঠন ও ক্লাবের ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক স্থাপন।
- ১ হাজার ৯৮০টি যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান।
- ৫৫ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান।
- কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে বিনা জামানতে ১ লক্ষ টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান।

ক্রীড়া (২০০৯-২০১২)

- দেশের ৬৪টি জেলা ক্রীড়া কার্যালয় এবং ৬টি সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে শিশু-কিশোর ও যুবদের ক্রীড়া বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন।

- তৃণমূল পর্যায়ে শিশু-কিশোর ও তরুণদের ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ।
- দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ক্লাব, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর শিশু-কিশোরদের মধ্যে ক্রীড়া সচেতনতা ও আগ্রহ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ।
- শিশু-কিশোর ও তরুণদের স্বাস্থ্য সচেতন করা, সামাজিক অপরাধমুক্ত রাখা, নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- তৃণমূল পর্যায়ে ৩০ হাজার ৫০০ ছেলে-মেয়েকে নিবিড় প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশ এবং স্কুল পর্যায়ে ১ লক্ষ ৫০ হাজার ছেলে-মেয়েকে ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণ।
- ইউনিয়ন থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সী ৬ লক্ষ ৩ হাজার ছেলে-মেয়ের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা "সবার জন্য খেলা" চালু।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় সৃষ্টি।
- ৬টি সরকারী শারীরিক শিক্ষা কলেজের মাধ্যমে ১ হাজার ৯ জন যুবকে ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিগ্রী প্রদান।
- ৩০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গুলশান স্যুটিং কমপ্লেক্স, মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জ খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম এবং খুলনা শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন।
- আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত। সফল আয়োজক হিসাবে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২ গণভবনে অনুষ্ঠিত আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০১১ এর বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে আয়োজিত বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকদের সনদ বিতরণ করেন।

- ৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১তম সাউথ এশিয়ান গেইমস্ উপলক্ষ্যে ঢাকা শহরের ক্রীড়া অবকাঠামোগুলোর সংস্কার ও আধুনিকায়ন।

- ৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে গোপালগঞ্জ জেলায় সুইমিং পুল ও জিমনেসিয়াম নির্মাণ, শেখ কামাল স্টেডিয়ামের উন্নয়ন, পুরাতন জেলা স্টেডিয়ামের সংস্কার ও মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণাধীন।
- ৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে চুয়াডাঙ্গা ও হবিগঞ্জ নতুন জেলা স্টেডিয়াম নির্মাণ। ময়মনসিংহ, নাটোর, টাঙ্গাইল ও ফরিদপুর জেলা স্টেডিয়াম সংস্কার এবং খুলনা ও রাজশাহী মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের উন্নয়ন বাস্তবায়নাধীন।
- ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাগেরহাট জেলা স্টেডিয়াম সংস্কার ও উন্নয়ন বাস্তবায়নাধীন।
- ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সিলেট ক্রীড়া কমপ্লেক্সে সুইমিং পুল, জিমনেসিয়াম, টেনিস গ্রাউন্ড, হোস্টেল নির্মাণ।
- ক্রীড়া পরিদপ্তর ৩০ হাজার ৭২০ জন ক্রীড়াবিদকে ১ মাসব্যাপী নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিকেএসপি'র ক্রীড়া অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ উন্নয়ন এবং তৃণমূল পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ। ৪০ হাজার শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন গেইমে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- বর্ষা ও শীত মৌসুমে বিরূপ আবহাওয়ায়ও প্রশিক্ষণ নির্বিঘ্ন করতে ৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বিকেএসপি'র ইনডোর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ বাস্তবায়নাধীন।
- ফজিলাতুন নেছা মুজিব দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়নশীপ ২০১২-এ বাংলাদেশ ১৪টি স্বর্ণপদকসহ দ্বিতীয় স্থান লাভ।
- ভারতের কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ইন্দো-বাংলাদেশ বাংলা রেসলিং চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ২টি স্বর্ণ এবং ৪টি রৌপ্যপদক লাভ।
- ডিসেম্বর ২০১২ এ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সাহারা কাপ ৫ ম্যাচের এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সিরিজে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল শক্তিশালী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলকে ৩-২ ম্যাচে পরাজিত করে সিরিজ জয়।
- মার্চ ২০১২ এশিয়া কাপ ক্রিকেট ফাইনালে বাংলাদেশ রানার আপ।
- এশিয়া কাপ ক্রিকেট ম্যাচে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভারতকে ৫ উইকেটে এবং শ্রীলংকাকেও ৫ উইকেটে হারিয়ে বাংলাদেশের জয়লাভ।
- মার্চ ২০১২ নেপালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাউথ এশিয়া মহিলা ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ২টি স্বর্ণপদক লাভ।
- এপ্রিল ২০১২ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত এ এইচ এফ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ হকি দল চ্যাম্পিয়ন।
- জুন ২০১২ হারারেতে ত্রিদেশীয় টি-২০ ক্রিকেট সিরিজে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশ ৬ উইকেটে এবং সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৩ উইকেটে জয়লাভ।
- অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত অনূর্দ্ধ ১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে শ্রীলংকার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ২৫ রানে জয়লাভ।

- জুলাই ২০১২ আয়ারল্যান্ডে টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচের সিরিজে বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ডকে পরাজিত করে ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং-এ চতুর্থ স্থান অর্জন।
- প্রথম টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে নেদারল্যান্ড ৮ উইকেটে পরাজিত।
- প্রথম মহিলা টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে বাংলাদেশের জয়লাভ।
- আন্তর্জাতিক হকি চ্যাম্পিয়নশীপ লীগে হংকং, সিঙ্গাপুর এবং থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জয়লাভ।
- বাংলাদেশে প্রথম অনুষ্ঠিত মহিলা আন্তর্জাতিক ১ দিনের ম্যাচে এবং ৩য় মহিলা টি-২০ ক্রিকেট ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকা যথাক্রমে ২ উইকেট এবং ৭ উইকেটে পরাজিত।
- অক্টোবর ২০১২ চীনে অনুষ্ঠিত মহিলা এশিয়া কাপ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চীন, নেপাল এবং শ্রীলংকা দলের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দলের জয়লাভ।
- অক্টোবর ২০১২ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত সপ্তম জিয়াংজু কোরিয়া ওপেন ইন্টারন্যাশনাল তাওকোয়ানডোর ৮৭ কেজি ওজন শ্রেণীতে বাংলাদেশের স্বর্ণপদক লাভ।
- ২০১১ এ কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত ১ম মাউন্ট এভারেস্ট ইন্টারন্যাশনাল তাওকোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের ১টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য ও ৪টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ।
- ২০১১ এ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৩য় এশিয়ান আরচ্যারী গ্র্যান্ডপ্রিক্স-২০১১ এবং এশিয়ান ইয়ুথ আরচ্যারী চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১১ এ ২টি রৌপ্য এবং ৬টি ব্রোঞ্জপদক লাভ।
- ২০১১ এ ভারতের চেন্নাইয়ে অনুষ্ঠিত পঞ্চম কমনওয়েলথ তাওকোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের ১টি স্বর্ণ, ১টি রৌপ্য এবং ২টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ।
- ২০১১ এ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন।
- ২০১১ এ ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান জুডো চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের ৩টি রৌপ্য এবং ২টি ব্রোঞ্জপদক লাভ।
- ২০১১ এ গ্রীসের এথেন্সে অনুষ্ঠিত বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের ১৩তম বিশেষ অলিম্পিক গেমসে বাংলাদেশ দলের ৩৫টি স্বর্ণ, ১৬টি রৌপ্য পদক এবং ৭টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ। বাংলাদেশের গৌরব অর্জন।
- ২০১১ এ ঢাকায় অনুষ্ঠিত শেখ কামাল আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ বাস্কেটবল দল চ্যাম্পিয়ন।
- ২৯ জুন, ২০১১ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত ২০১৪ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ব্রাজিল এশিয়ান কোয়ালিফাইয়ারস্ (রাউন্ড-১) এ পাকিস্তান ফুটবল দলকে পরাজিত করে বাংলাদেশ ফুটবল দল চ্যাম্পিয়ন।

- ২০১১ এ কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান ক্যাডেট জুডো প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ ১টি স্বর্ণ, ২টি সিলভার এবং ৩টি ব্রোঞ্জ পদক লাভ।
- ২০১০ এ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ১১তম সাউথ এশিয়ান গেমস এ বাংলাদেশ ১৮টি স্বর্ণ, ২৩টি রৌপ্য ও ৫০টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন।
- দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৮ম কমনওয়েলথ গেমস শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের শ্যুটিং দল ২টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য ও ৩টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন।
- ২০১০ এ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ৩য় ইন্দো-বাংলাদেশ-বাংলা গেমস এ বাংলাদেশ দল ২৭টি স্বর্ণ, ৩১টি রৌপ্য ও ২৪টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন।
- ২০১০ লন্ডনের ব্রিস্টলে অনুষ্ঠিত একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৫ রানে হারিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অবিস্মরণীয় জয়।
- ২০১০ এ ব্রুনাইতে অনুষ্ঠিত ব্রুনাই ওপেন গলফ চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশের কৃতি গলফার সিদ্দিকুর রহমান শিরোপা জয়সহ ৩৪ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার লাভ।
- ১৯তম কমনওয়েলথ গেমসে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শ্যুটিং-এ বাংলাদেশের ব্রোঞ্জ পদক লাভ।
- ২০১০ এ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ৫ ম্যাচের ওডিআই সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইট ওয়াশ।
- ২০০৯ এ ৫ম সাউথ এশিয়ান শ্যুটিং প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ একটি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ৬টি ব্রোঞ্জপদক অর্জন।
- ২০০৯ এ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে বাংলাদেশ দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২টি টেস্ট ও ৫টি ওডিআই সিরিজ জয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওডিআই সিরিজে ৩-০ ম্যাচে পরাজিত।
- ২০০৯ এ জিম্বাবুয়ে সফরে বাংলাদেশ ওডিআই এ ৪-১ ম্যাচে জয়লাভ।
- ২০০৯ এ সিউলে ইনসিওনে ফিড কোরিয়ান ওপেন ইন্টারন্যাশন্যাল তাওকোয়ানডো চ্যাম্পিয়নশীপ-২০০৯ এ ৫৪টি প্রতিযোগী দেশের মধ্যে বাংলাদেশের ২ জন ক্রীড়াবিদের ২টি স্বর্ণপদক অর্জন।
- ২০০৯ এ কোলকাতায় অনুষ্ঠিত ৪র্থ এশিয়ান আরচ্যারী গ্র্যান্ডপ্রিক্স চ্যাম্পিয়নশীপ ও ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং এ অংশগ্রহণ করে মোঃ সাজ্জাদ হোসেন রিকার্ভ পুরুষ একক ইভেন্টে গোল্ড মেডেল ও টিম রিকার্ভ পুরুষ ইভেন্টে বাংলাদেশের সিলভার মেডেল অর্জন।
- ২০০৯ এ উজবেকিস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান মহিলা ক্লাব কাপ ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ৫৫ কেজি ওজন শ্রেণীতে বাংলাদেশের রৌপ্যপদক লাভ।

- ২০০৯ এ নেপালে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ এশিয়ান গুজুরি কারাতে চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ কারাতে দল ২টি স্বর্ণ, ২টি রৌপ্য, ২টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন।
- ২০০৯ এ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত ইয়ুথ অলিম্পিক কন্টিনেন্টাল কোয়ালিফাইং রাউন্ডে বাংলাদেশের আরচ্যার ইমদাদুল হক মিলনের স্বর্ণ পদক লাভ।
- মেয়েদের ক্রিকেটে ওয়ান-ডে স্টেটাস লাভ।
- শিশু-কিশোর-কিশোরীদের শারিরিক ও মানসিক বিকাশ এবং মননশীলতার উন্নয়নে ইউনিয়ন পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু।

পরিবেশ (২০০৯-২০১২)

- সংবিধানের ১৮(ক) অনুচ্ছেদে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত।
- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন প্রণয়ন।
- দেশের সকল জেলায় পরিবেশ আদালত চালুর লক্ষ্যে পরিবেশ আদালত আইন প্রণয়ন।
- বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশ জীব নিরাপত্তা বিধিমালা প্রণয়ন।
- জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা ও খাপ খাওয়ানো, পানি, বায়ু ও শব্দ দূষণ হ্রাস এবং বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে প্রথম বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রেটিজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন।
- জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন প্রণয়ন। একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন। ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান। ১১০টি প্রকল্প গ্রহণ।
- আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েসনে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী দেশ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ মার্চ ২০১২ হোটেল রেডিসনে জলবায়ু পরিবর্তনে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর সংসদ সদস্যদের সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সহায়তা করার লক্ষ্যে কানকুন এগ্রিমেন্ট ২০১২ এর আওতায় গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড গঠন।
- বাংলাদেশ গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ডের পরিচালনা পর্ষদের বিকল্প সদস্য হিসাবে নির্বাচিত।
- জলবায়ু সংক্রান্ত কনভেনশন ইউএনএফসিসিসি এর সিডিএম এক্সিকিউটিভ বোর্ড, এডাপটেশন কমিটি, কমপ্লায়েন্স কমিটি এবং কনসালটেটিভ গ্রুপ অব এক্সপার্ট এর সদস্য নির্বাচিত।
- ২০১২ সালে রিও দো জোনেরিও-তে অনুষ্ঠিত রিও+২০ সম্মেলনের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ।
- উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থার সমন্বয়ে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্ট ফান্ড গঠন। ১৭ কোটি ৮৬ লক্ষ ডলার সহায়তা প্রাপ্তি। ৪টি প্রকল্প গ্রহণ।
- জলাধার ভরাট, পাহাড় কাটা ও অননুমোদিত জাহাজ ভাঙ্গাসহ বিভিন্ন পরিবেশ দূষণ জনিত অপরাধের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পরিবেশ অধিদপ্তরের সামর্থ্য বৃদ্ধি। জনবল ২৬৭ জন থেকে ৭৩৫ জনে উন্নীত। ২১টি জেলায় অধিদপ্তরের নতুন অফিস স্থাপন।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে "থ্রি-আর" (রিডিউস, রি-ইউস, রি-সাইকেল) ব্যবস্থা প্রচলন।
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন।
- ইট প্রস্তুত নিয়ন্ত্রণ আইন, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ আইন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ইলেকট্রনিক্স বর্জ্য বিধিমালা, বাংলাদেশ বায়োসেফটি রুলস্ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের ৭ ধারা প্রয়োগের মাধ্যমে জলাশয় ভরাট, পাহাড় ও টিলা ধ্বংস, কৃষি জমির ক্ষতি এবং নদী ও সমুদ্র দূষণের অপরাধে ৯১০টি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ৬৮ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ আদায়। পরিবেশ আদালতে ৫৪২টি মামলা দায়ের।
- ৩১১টি শিল্পে বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপন।
- দেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের অবাধ ব্যবহার বন্ধ। ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায়। ১৮৮ টন পলিথিন জব্দ। ১১টি অবৈধ পলিথিন কারখানা উচ্ছেদ।
- বন, বন্যপ্রাণী ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, বনজ দ্রব্য পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, করাতকল লাইসেন্স বিধিমালা প্রণয়ন।
- চিত্রা হরিণ লালন-পালন নীতিমালা প্রণয়ন।
- গাড়ির কালো ধোয়া নিঃসরণ রোধে নিরবচ্ছিন্নভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।
- শহরের বর্জ্য থেকে গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় জৈব আবর্জনা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী বাস্তবায়ন।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- হাজারীবাগস্থ ট্যানারী শিল্পসমূহকে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণপূর্বক সাভারে স্থানান্তর শুরু।
- বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদী এবং এর ফোরশোর এলাকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ঘোষণা।
- পরিবেশসম্মত এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী হাইব্রিড হফম্যান কিলন্, জিগজ্যাগ কিলন্, ভার্টিক্যাল শ্যাফট কিলন্ আধুনিক ইট প্রস্তুত পদ্ধতির প্রচলন করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- দেশে ১ হাজার ১৪২টি ইটভাটা আধুনিক প্রযুক্তিতে পরিচালিত।
- কৃষি জমি ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার স্বার্থে সারাদেশে শতাধিক অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদ। ৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়।
- বায়ু ও শিল্প দূষণের মাত্রা হ্রাসের লক্ষ্যে বর্জ্য শোধনাগার স্থাপনে সহায়তার জন্য ৩০০ কোটি টাকায় পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন।
- সোনাইছড়িতে একটি বোটানিক্যাল গার্ডেন, জাফলং গ্রীন পার্ক, লালমাই, চট্টগ্রামের খুরুশিয়া ও টেংরাগিরিতে জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধকরণ ও ইকোটুরিজম প্রতিষ্ঠা এবং পিরোজপুর ইকোপার্ক স্থাপনের কাজ শুরু।
- বৃহত্তর সিলেট জেলার টিলাগড়, বড়শীজোড়া, ধানসিঁড়ি ও মাধবকুণ্ডু জলপ্রপাত এলাকায় ইকোপার্ক স্থাপন। বাঁশখালী চুনতী অভয়ারণ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

- রামসাগর দীঘির চারপাশের উদ্যান উন্নয়ন। সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট উন্নয়ন। হাকালুকী হাওর এর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ। বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় বনায়ন। বাঁশ ও বেতজাত পণ্যসামগ্রীর বাজার সৃজন।

- পরিবেশ উন্নয়নে ঢাকা ও এর আশপাশে ৪টি বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন স্থাপন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ জুন ২০১২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তিনদিন ব্যাপী পরিবেশ মেলা উদ্বোধন করেন।

- নদী ভরাট বন্ধে এনফোর্সমেন্ট মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা। শিল্প বর্জ্য হতে পানি দূষণ বন্ধে মনিটরিং জোরদার।

- জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এনডোমেন্ট ফান্ড গঠন। ৭টি জাতীয় উদ্যান ও ৮টি বন্য প্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা।

- ৭টি প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ২৮৮ হেক্টর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন।